15

17 MAR 1996
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

দৈনিক সংবাদ

ক্যাম্পাস

কেমন আছে চট্টগ্রাম ভার্সিটি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ৩০ বছরে পা দেয়া টগবগে তারুণ্যের এ বিশ্ববিদ্যালয়টি হতে পারত দক্ষিণ জনপদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। শহর থেকে ১৬ কিঃ মিঃ দূরত্বে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়টি যে উদ্দেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বর্তমানে তার প্রাপ্তি নগণ্য। ফি বছর কিছু সার্টিফিকেট ছাড়া দেশকে কিছুই দিতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয়টি।

সেশনজটঃ বিশ্ববিদ্যালয়টির সবচেয়ে বড় সমস্যা সেশনজট, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স শেষ না হওয়া এবং ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা সেশনজটের মূল কারণ। '৯৩ সালের অনার্স পরীক্ষার্থীরা '৯৫-এর শেষভাগে পরীক্ষা দিয়েছে। একমাত্র বনবিদ্যা ইন্সটিটিউট এবং বিবিএ ছাড়া বাকি বিষয়গুলোতে ২ বছরের বেশি সেশনজট রয়েছে। পরীক্ষার ফল প্রকাশে ৩ থেকে ৬ মাস চলে যায়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবান সময়। ছাত্র-অভিভাবকরা শিকার হচ্ছে আর্থিক ক্ষতির।

ছাত্র রাজনীতির অবস্থা ঃ একটা সময় ছিল যখন জাতীয় রাজনীতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ ও প্রগতিশীল। মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দানকারী শহীদ আবদুর রব ছিলেন চাকসুর সাধারণ সম্পাদক। ছাত্রদের সংগঠন চাকসু বার বার চক্রান্তের শিকার হচ্ছে, স্তব্ধ করে দেয়া হচ্ছে চাকসুকে। '৯০-এর আগে ৮ বছর এবং পরে গত ৫ বছর যাবৎ চাকসুর স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ। ছাত্র সংগঠনগুলো '৯০-এ নির্বাচিত চাকসু বাতিল এবং নতুন নির্বাচন দাবি করেছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে খুব একটা নাক গলায় না।

ছাত্রবাস ঃ হলগুলোতে রাজনৈতিক তৎপরতা অত্যন্ত বেশি এবং এর শিকার হলে আসন বরাদ্দ পাওয়া ছাত্ররা। নিজের সিটে ওঠার জন্য হাউস টিউটরের পাশাপাশি হলে কর্তৃত্বকারী সংগঠনের নেতা ব্যক্তির অনুমোদন লাগে। ভুক্তভোগী কয়েকজন ছাত্রের মতে- 'এ যেন নিজ দেশে পরবাসী'। এছাড়া সময়ে সময়ে হলের ছাত্ররা পড়ছে নেতাকর্মীদের ব্রেনওয়াশের পাল্লায়। এমনিতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রগতিশীল দলগুলোর প্রভাব থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি ছাত্রহল ইসলামী ছাত্র শিবিরের দখলে। এমনকি ডাইনিংগুলোতে সংগঠনের অনেক কর্মীকে খাওয়ার টিকেট বিক্রিতে দেখা যায়। '৮৬ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একবারও অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালানোহয়নি।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঃ গত কয়েক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অংশটা হচ্ছে সাংস্কৃতিক অঙ্গন। লাখ লাখ টাকা খরচ করে তৈরি করা মোজাম্মেল স্মৃতি মিলনায়তনটি অকেজো হয়ে পড়ে আছে অনেক দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলার মুখ, অঙ্গন প্রভৃতির কার্যক্রম প্রায় বন্ধ। নাট্য সংগঠন ক্যাম্পাস থিয়েটার এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একটিও নাটক করতে পারেনি। ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর, বাংলা নববর্ষের মত বাঙালি জাতির অহংকার ও উৎসবের দিনগুলো কেটে যায় চুপিসারে। ইসলামী ছাত্র শিবিরের বিরোধিতার কারণে '৯৫তে বর্ষ সমাপনী তথা র‍্যাগ অনুষ্ঠান হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

শিক্ষক রাজনীতি ঃ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতি নির্বাচনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ বেশিরভাগ পদ লাভ করেছে হলুদ গ্রুপটি। শিক্ষক রাজনীতি মূলত দুটি গ্রুপে বিভক্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত শিক্ষকদের হলুদ গ্রুপ এবং জাতীয়তাবাদী সাদা গ্রুপ। অতিবাম হিসেবে পরিচিত শিক্ষকদের পিংক গ্রুপটি প্রায় বিলীন হয়ে গেছে। শিক্ষক সমিতির ১১ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ কাজ করছে শিক্ষকদের দাবি ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে। কার্য নির্বাহী পরিষদ '৯৫তে সভাপতি ছিলেন হলুদ গ্রুপের এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সাদা গ্রুপের। হলুদ গ্রুপের ৭ জন ও সাদা গ্রুপের ৪ জন নির্বাচিত শিক্ষককে নিয়ে গঠিত হয়েছিল '৯৫-এর কার্যকরী পরিষদটি।

❑ উৎপল ভট্টাচার্য